গ্রাম দর্শন

জেলা প্রশাসকের ব্যতিক্রমী ও সৃজনশীল উদ্যোগ

জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা

উপক্রমণিকা

সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই প্রিয় বাংলাদেশ। ছোট একটি ভূখন্ডের মধ্যে বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী নিয়ে স্বাধীনতার ৪৪ বছরের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এই উন্নয়নের অন্যতম রূপকার আমাদের দেশের মেহনতী মানুষ। গ্রামের সাধারণ মেহনতী মানুষের পরিশ্রম আর নিরলস প্রচেষ্টাই আমাদের উন্নয়নের চাবিকাঠি। আমরা যে ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের হাত ধরে একটি উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখছি তা বাস্তবায়নে গ্রামের মানুষের সহায়তা, তাদের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে দূরদর্শী মহাপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তার সফল বাস্তবায়নে এবং সকল ধরণের উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে গ্রামের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এই উন্নয়নের ধারণাকে একীভূত করতে গ্রাম দর্শন একটি অনন্য ধারণা। জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর জেলা প্রশাসনের রুটিন কাজের বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথে একাত্ম হওয়া এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করে উত্তরণের উপায় খুঁজে উন্নয়ন কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করাই ছিল গ্রাম দর্শনের মূল উপজীব্য। প্রতি মাসের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে ছুটির দিনে যে কোন একটি অবহেলিত গ্রাম দর্শনের জন্য সপরিবার যাওয়া হয়। সহযাত্রী হিসেবে থাকেন সব উপস্থিত কর্মকর্তা ও তাদের সহধর্মীনীগণ এবং সন্তানেরা। সকলে মিলে গ্রামের সাধারণ মানুষের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে প্রকৃত সমস্যা খুঁজে বের করার একটা চেষ্টা। কিছু কিছু বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে সমাধান করা হয়। আর কিছু বিষয় বিভিন্ন দপ্তরের সাথে সমন্বয় করে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ফলে সামাজিক সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি অর্থনীতির চাকাকে গতিশীল রাখতে গ্রাম দর্শন কর্মসূচির ভূমিকা অপরিসীম।

উদ্দেশ্য

জেলা প্রশাসনের নিত্যদিনের রুটিন কর্মসূচির বাইরে গিয়ে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সাথে একাত্ম হওয়া এবং তাদের প্রকৃত অবস্থা সচক্ষে প্রত্যক্ষ করে উত্তরণের উপায় খুঁজে উন্নয়ন কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ কর্মসূচি হলো গ্রাম দর্শন। সাধারণ মানুষের কাছাকাছি গিয়ে তাদের আর্থ সামাজিক সমস্যা শ্রবণের পাশাপাশি বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নির্মূলে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, মাদকের কুফল সম্পর্কে সাধারণের মাঝে এর ভয়াবহতা তুলে ধরা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মাতৃস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, নারীর অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সজাগ করা। অধিকন্তু, এই আকাশ সংস্কৃতির যুগে গ্রাম দর্শন কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির প্রসারে জনগণকে উৎসাহিত করাই গ্রাম দর্শন কর্মসূচির অন্যতম উদ্দেশ্য।

গ্রাম দর্শন পদ্ধতি

জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতি মাসের নিয়মিত কাজের অংশ হিসেবে ছুটির দিনে যে কোন একটি অবহেলিত বা প্রত্যন্ত গ্রাম দর্শনের জন্য সপরিবার গমন করা হয়। সাথে থাকেন জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগের বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, যুব উন্নয়ন, কৃষি, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও তাদের সহধর্মীনীগণ এবং সন্তানেরা। নির্দিষ্ট দিনে আগত গ্রামবাসী, সুধীমহল, স্থানীয় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি গ্রামে জমায়েত হন যেখানে জেলা পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাগণ মিলিত হন। তারপর একে অন্যের সাথে কুশল বিনিময় করেন। কুশল বিনিময়ের পর গ্রামবাসী বিভিন্ন সমস্যার কথা উপস্থিত জেলা প্রশাসক সহ বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণকে অবহিত করেন। উপস্থিত সকল বিভাগের কর্মকর্তাগণ তা মনোযোগ দিয়ে শুনেন। পরে উপস্থিত কর্মকর্তাগণ সমস্যা সমাধানে তাদের নিজ নিজ বিভাগের উদ্যোগ এবং করণীয় সম্পর্কে বলেন। সরকারি সেবা পাবার সহজ উপায় ব্যাখা করেন। এর ফলে সেবা গ্রহণে গ্রামের সাধারণ মানুষ কোন দপ্তরে কি ধরণের সেবা কিভাবে পাবেন কোন ধরণের বিড়ম্বনা ছাড়াই তা তারা সহজেই জানতে ও বুঝতে পারেন। শেষে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাবাহিকতায় আয়োজন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এছাড়াও গরীব ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য আর্থিক অনুদান সহ ত্রাণ বিতরণ ও শিশুদের জন্য খাদ্য ও বস্ত্র বিতরণ কর্মসূচীও থাকে। সর্বোপরি নিজেদের সন্তান ও পরিবার পরিজনকে গ্রামের সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে চলার মত মন মানসিকতা তৈরী করা।

দর্শনকৃত গ্রামসমূহ

জেলা প্রশাসক **ড. তরুণ কান্তি শিকদারের** নেতৃত্বে নেত্রকোণা জেলায় গ্রাম দর্শন কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত অনেকগুলো গ্রাম দর্শন করা হয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রামগুলো হলোঃ রাজাপুর আদর্শ গ্রাম, বাহাম, নন্দীপুর আদর্শ গ্রাম, হাতকুন্ডুলি, মদনপুর, সানকিডোয়ারি, বরুয়াকোণা ইত্যাদি।

গ্রাম দর্শনের সাফল্যগাঁথা

- রাজাপুর আদর্শ গ্রামের আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দাদের হাতে তাদের প্লটের মালিকানা দলিল হস্তান্তর। তাদের জীবন জীবিকার জন্য আশ্রয়ন প্রকল্পের পাশে পুকুরের পাড় ভরাট কাজ সহ উন্নয়নমূলক কাজের প্রকল্প হাতে নেয়া।
- গ্রাম দর্শনের মাধ্যমে বাহাম গ্রাম তথা মোহনগঞ্জবাসীর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এবং স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশে অবৈধ দখল থেকে সরকারি জমি পুনরুদ্ধার করে সেখানে বিশিষ্ট রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর সাধক **শৈলজা রঞ্জন মজুমদারের** নামে তার পৈত্রিক ভিটিতে **'শৈলজা রঞ্জন একাডেমি'** প্রতিষ্ঠা করা হয়। ইহা ভাটি অঞ্চলের রাজধানী মোহনগঞ্জ তথা নেত্রকোণা জেলার শিল্প সাহিত্যের বিকাশে ভূমিকা রাখবে।
- হাতকুন্ডুলি আশ্রয়ন প্রকল্প দর্শনের সময় তাদের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে সেখানে দুটি টিউবওয়েল এবং দুটি সোলার স্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের খেলার মাঠটি বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে ২০ মে. টন চাউলের বরাদ্দ নিয়ে মাঠটির ভরাট কাজ সম্পন্ন করা হয়।
- মদনপুর গ্রাম দর্শন করে প্রায় ১.৮৬ একর জায়গার পুকুর অবৈধ দখল থেকে উদ্ধার করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। পুকুরটি এখন জনসাধারণের কাজে আসছে।
- পূর্বধলা উপজেলাধীন 'সানকিডোয়ারি' গ্রাম দর্শন করা হয়। দর্শনকালে পিএটিসি, সাভার, ঢাকা থেকে আগত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আওতায় ১০ জন বিসিএস কর্মকর্তা, বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সানকিডোয়ারি গ্রামের সদস্যবৃন্দসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। দর্শনকালে গ্রামের লোকজনদের সাথে খোলামেলা কথা বলা হয়। আলোচনায় জানা যায় গ্রামের অনেকেই তাদের উৎপাদিত পণ্য ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারেন না। এজন্য পার্শ্ববর্তী বাজারে মহিলাদের জন্য একটি ছাউনী করে দেয়ার আহবান জানান। গ্রামে স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিনের অভাব, পর্যাপ্ত টিউবওয়েলের অভাব এবং কোন স্কুল নাই। নাগরিক সুবিধা নিতে নদী পেরিয়ে যেতে হয় পার্শ্ববর্তী বাজারে। এ অবস্থায় তারা একটি স্কুল ও ব্রিজ নির্মাণের দাবি জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান সুপেয় পানির সংকট নিরসনে তিনটি টিউবওয়েল স্থাপন এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পূর্বধলা ADP থেকে পর্যাপ্ত ল্যাট্রিন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন মর্মে জানান। উপজেলা প্রকৌশলী মহিলাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রি করতে যাতে সুবিধা হয় সেজন্য একটি ছাউনি নিকটস্থ বাজারে করে দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে জানান। স্থানীয় বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব আব্দুল জলিল একটি বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য ৩৩ শতাংশ জমি প্রদানের ঘোষণা দেন।

গ্রাম দর্শনের সার্বিক অবদান

গ্রাম দর্শনের ফলে বিভিন্ন বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণকে গ্রামের সাধারণ মানুষ কাছে পেয়ে থাকেন। এ সুযোগে গ্রামের সাধারণ মানুষ তাদের বিভিন্ন সমস্যা, সম্ভাবনার কথা সরাসরি তুলে ধরতে পারেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত থাকায় বিভিন্ন বিষয়ের তাৎক্ষণিক সমাধান সম্ভব হয়। তাছাড়া সেবা প্রদান ও গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের একটা সফল প্রয়াস নিশ্চিতের সুযোগ হয়। অধিকন্তু গ্রাম দর্শন নিম্নলিখিত অবদান রাখছে।

- গ্রামের প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন এবং সম্ভাবনা সম্পর্কে জানা।
- সেবা দাতা ও গ্রহীতার প্রত্যক্ষ সম্মিলনের মাধ্যমে দূরত্ব ঘোচানো।
- যুব উন্নয়ন ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় গ্রামের যুবশক্তিকে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে আর্থিক ও সামাজিক পুনর্বাসনে সহায়তা।
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি।
- বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, যৌতুক, মাদকের কুফল সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি।
- এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে দলগত উদ্যোগ উৎসাহিতকরণ।
- স্থানীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও সামাজিক প্রতিভার উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ।
- যৌন হয়রানি, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে স্কুল, কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে সামাজিক নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটি গঠন।

গ্রাম দর্শন কর্মকাণ্ডের খণ্ড চিত্র

রাজাপুর আদর্শ গ্রামের আশ্রয়ন প্রকল্পের বাসিন্দাদের হাতে তাদের প্লটের মালিকানা দলিল হস্তান্তর।

গ্রাম দর্শনের অংশ হিসেবে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় পুকুরে মাছ চাষ পরিদর্শন

অবহেলিত সানকিডোয়ারি গ্রাম দর্শন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গ্রামবাসীর সাথে মতবিনিময়

অবহেলিত সানকিডোয়ারি গ্রাম দর্শনে ও মতবিনিময় সভায় উপস্থিত নারীদের একাংশ

গ্রাম দর্শনের অংশ হিসেবে পূর্বধলায় উঠান বৈঠক

গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে জি আর চাল বিতরণ

বাহাম গ্রাম দর্শন করে বিখ্যাত রবীন্দ্র সুর সাধক শৈলাজারঞ্জন পিতৃভূমিতে শৈলাজারঞ্জন একাডেমি প্রতিষ্ঠা

গ্রাম দর্শনে এসে গ্রামবাসীর দাবীর প্রেক্ষিতে মদনপুর গ্রামে সরকারি জমি উদ্ধার করে পুকুর খনন

প্রকাশনায় ঃ জেলা প্রশাসন, নেত্রকোণা।